দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 25 SEP 2005 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ...

মনিজা রহমান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় নারী শিক্ষার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান

এ স্কুলের এক ছাত্রী নাসা'র বিজ্ঞানী ॥ প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন বাসন্তী গুহঠাকুরতা

ঐতিহ্য হারাচ্ছে ঢাকার পুরনো স্কুলগুলো-৯

॥ সাহাবুল হক ॥

এক সময়ে ঢাকার অভিজাত এলাকা হিসেবে গেন্ডারিয়ার বিশেষ পরিচিতি ছিল। এদেশের শিল্প, সাহিত্য সংস্কৃতি ও রাজনীতির সূতিকাগার বলা হত একে। সেই সময়ে আশালতা সেন, শাহজাদী বেগম, বেগম বদরুন্নেসা আহমেদের সুযোগ্য নেতৃত্বে গেন্ডারিয়া মহিলা সমিতি ও বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা প্রগতিশীল নেতৃত্বে মনিজা রহমান গার্লস হাই স্কুল শীর্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সুদীর্ঘ সময় এই প্রতিষ্ঠান খুটি সুনামের সাথে কাজ করে কালজয়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।

বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা দিদি মণির সময়টাই ছিল এ স্কুলের বর্ণাঢ্য সময়। শুধু লেখাপড়া নয় এসময়ে খেলাধুলা, নাচ-গান, উপস্থিত বক্তৃতা, আবৃত্তিসহ সকল ধরনের শিল্প চর্চায় ছাত্রীরা ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করে সফলতা অর্জন করতো। পুরনো ঢাকার এককালের ঐতিহ্যবাহী গেন্ডারিয়ার মনিজা রহমান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন সিনিয়র শিক্ষিকা মোসলেমা খাতুন এ কথা বলেন। একটানা ৩৩ বছর শিক্ষকতা করে এ স্কুল থেকেই বিদায় নিয়েছেন মোসলেমা খাতুন ১৯৯৫ সালে। এ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষিকা বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা। তিনি ১৯৪৪ সাল থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত দক্ষতার সাথে স্কুলটির প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর সুযোগ্য (১২শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

মনিজা রহমান বালিকা বিদ্যালয়

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

পরিচালনায় এ সময়টাতেই স্কুলটি শুধু ঢাকাতে নয়, সারাদেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে। প্রতিবছর মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেধার অনন্য স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে এই স্কুলটি। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিশেষ সফলতা অর্জন করেছে। এক ছাত্রী বর্তমানে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা (নাসা)র বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। এককালের শ্রেষ্ঠ বর্ণাঢ্য এই স্কুলটি আজ ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলতে চলেছে। নানা সমস্যায় জর্জরিত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি 'মামলার স্কুল' হিসেবেই বর্তমানে বিভিন্ন মহলে পরিচিত। কারণ স্কুলটি নিয়ে বেশ ক'টি মামলা চালু রয়েছে। আগের মত মেধাবী ছাত্রীরাও আর এই স্কুলে ভর্তি হয় না। ফলে পরীক্ষার ফলাফল খুব একটা সন্তোষজনক নয়।

মনিজা রহমান গার্লস হাই স্কুল ১৯২৪ সালে প্রাইমারী স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৬ সালের জানুয়ারিতে এই স্কুলটি হাই স্কুলে উন্নীত হয়। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ের নাম ছিল গেন্ডারিয়া গার্লস হাই স্কুল। ১৯৫৮ সালে খান বাহাদুর মজিবর রহমান এই স্কুলকে ৬১ হাজার টাকা দান করেন এবং সেই বছর থেকে এই স্কুলের নামকরণ করা হয় মনিজা রহমান গার্লস হাই স্কুল। ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে বাসন্তী দত্ত (পরবর্তী সময়ের বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা) প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেন।

তারপর থেকেই স্কুলটির জয়যাত্রা শুরু। লেখাপড়ার সুনাম বাড়ার সাথে সাথে ছাত্রীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আশির দশকে ৬ষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলটিতে সর্বমোট ছাত্রীসংখ্যা ছিল প্রায় চার হাজার। এ সময় ঢাকার নামকরা হাতেগোনা বিখ্যাত কয়েকটি স্কুলের সঙ্গে সমান সমান প্রতিযোগিতায় টিকে ছিল এই স্কুল। ১৯৮৭ সালে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক মিসেস বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা বিদায় নেয়ার পর প্রতিষ্ঠানটির দৈন্যদশা শুরু হয়। ১৯৮৭ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত এই স্কুল থেকে ১৪ জন প্রধান শিক্ষক বিদায় নেন। কিন্তু স্কুলের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। ১৯৮৭ সালের পর স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতেও পরিবর্তন আসে এবং সেই থেকে শুরু হয় স্কুলের জায়গা-জমি এবং টাকা-পয়সা নিয়ে নানা ধরনের দ্বন্দ্ব। স্থানীয় কিছু অসৎ লোকজনের সাথে স্কুল কর্তৃপক্ষের মামলা-মোকদ্দমাও শুরু হয়। বেশ কয়েকটি মামলা দীর্ঘস্থায়ী হয়। ১৯৯৭ সালে ঢাকা জেলার তৎকালীন ডিসি স্কুল থেকে পুরাতন নথিপত্র স্কুল এবং মামলার সকল কাগজপত্র সীজ করে নিয়ে যায় এবং যা আজও স্কুল ফেরত পায়নি। বর্তমানে স্কুলটির সাথে সরকারের এবং বাইরের লোকজনের প্রায় ২ কোটি টাকা মূল্যমানের জায়গা-জমি নিয়ে মামলা চলছে।

বিশিষ্ট সমাজকর্মী আশালতা সেন ১৯৭৩ সালে স্কুলটির পাশে ১৫ কাঠার একটি প্লট স্কুলকে দান করেন। পরে স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী লোক স্কুলটির কিছু জায়গা দখল করে নেয়। এই জমির অনুমানিক মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা। সরকার পরে এই বাড়িটিকে শত্রু সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করলে স্কুল কর্তৃপক্ষ এর বিরুদ্ধে মামলা করে এবং এখনও সেই মামলা চলছে। এছাড়া ৩৮নং দালাকাটটোলার প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার ওপর আরেকটি জায়গা নিয়েও মামলা চলছে। এটিও অবৈধ দখলদারদের দখলে।

স্কুলের শিক্ষকদের সাথে কথা বলে জানা যায়, দীর্ঘদিন যাবৎ স্কুলের দু'টি ভবনের সংস্কার হচ্ছে না। ১০ মাস যাবৎ এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা বেতন পাচ্ছেন না। প্রতিষ্ঠান ২০০১ সাল থেকে বহু কম্পিউটার মাত্র ২টি, ফটোস্ট্যাট মেশিন নেই, ল্যাবরেটরীর অধিকাংশ যন্ত্রপাতি নষ্ট, লাইব্রেরীর বইয়ের স্বল্পতা, স্কুলে ফার্নিচার যেমন আলমিরা, চেয়ার টেবিলের অভাব এবং একটু বৃষ্টি হলেই খেলার মাঠে পানি জমে যায়।

স্কুল শিক্ষকদের সাথে আলাপ করে জানা যায়, গত কয়েক বছর যাবৎ স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার এবং ঢাকার মেয়র সাদেক হোসেন খোকার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান এবং সহযোগিতায় স্কুলের পড়াশোনার পরিবেশের উন্নতি হয়েছে। গত ২ বছর মেয়র স্কুলটির জন্য আড়াই লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। শিক্ষকরাও স্কুলের পড়াশোনার মান উন্নত করার জন্য প্রতিদিনের ক্লাসের পাশাপাশি বিনা বেতনে দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের কোচিং করাচ্ছেন।

এই স্কুলের কৃতী ছাত্রীদের মধ্যে যারা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আমেরিকায় নাসার বিজ্ঞানী ড. সুলতানা নূরুন্নাহার বেবী। তিনি ১৯৭০ সালে এই স্কুল থেকে এসএসসি পাস করেছেন। অন্যান্যের মধ্যে রয়েছেন পাক্ষিক অনন্যা সম্পাদক এবং সাবেক সংসদ সদস্য তাসমিমা হোসেন, ডাঃ খালিজাতুল কোবরা, ডাঃ কানিজ মাওলা, ডাঃ তৈয়বা জোহরা আলী, প্রফেসর মেহতাব খানম (মনোবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাঃ বিঃ), প্রফেসর খায়ের জাহান সোগরা (বিবিএ, ঢাঃবিঃ), প্রফেসর হুসনা (এ্যাপ্লায়েড ফিজিক্স, ঢাঃ বিঃ), সেতারা বানু (উপসচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়), সায়হানারা বেগম (প্রিন্সিপাল, আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ) প্রমুখ।

এই স্কুলের ১৯৬৬ সালের ছাত্রী ছিলেন এবং পরবর্তীতে এখানেই শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছেন তিনি হলেন বদিনা খাতুন। তিনি বলেন, আমরা বেড়ার ঘরে ক্লাস করেছি। স্কুলের আঙ্গিনায় ছিল বিশাল ফুলের বাগান। যেখানে বড়দি প্রতিদিন নিজ হাতে গাছের যত্ন নিতেন। সাবেক সিনিয়র শিক্ষক মোসলেমা খাতুন বলেন, বর্তমানের সাথে অতীতের আকাশ-পাতাল ব্যবধান। সে সময় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে লেখাপড়া হত। স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক সালেহা খাতুন বলেন, আগের চেয়ে লেখাপড়ার পরিবেশ ভালো হয়েছে। স্কুলটির হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আমরা মিলিতভাবে চেষ্টা করছি। আশাকরি সকলের সহযোগিতায় আমরা সফল হবোই।